نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ط
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্‌তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রমাযান মাসের ৮ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ মুবারক মাসে পৌঁছে দিয়েছেন, এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিশেষ ইহসান। বহু মানুষ, যারা গত রমাযান বা তার আগে আমাদের সাথে ছিলেন, আজ তারা দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ মুবারক মাস দিয়েছেন। তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য যে, এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত-উপাসনা করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসেল করা। এ মাসে আল্লাহ তায়ালা মু’মিন ব্যক্তির নেক আমলের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। সহীহ ইবনে খুযাইমার ১৮৮৭ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ

"যে ব্যক্তি রমাযান মাসে কোন নফল ইবাদত করবে সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে রমাযান মাসে একটি ফরয আদায় করল সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। " এ হাদীস দ্বারা নবীজি উম্মতকে বেশি বেশি ইবাদত করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।

মনে রাখবেন, ইবাদত দুই প্রকারঃ (১) দৈহিক ইবাদত। (২) আর্থিক বা মালী ইবাদত। আজ আমরা মালী ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মু’মিনদের জান ও মাল ক্রয়

করেছেন। ” আমাদের জান ও মাল সবই আল্লাহ তায়ালার দান।

এসব আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমানাত স্বরূপ দান করেছেন।

যদি আমরা এগুলোকে আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধান মেনে ভাল কাজে ব্যাবহার করি, তবে আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন। রমাযান মাসে যেমন আমাদের দৈহিক ইবাদত বেশি বেশি করতে হবে, অনুরূপ ভাবে মালী ইবাদতও বেশি বশি করতে হবে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাসে দান- সাদকাহ বেশি বেশি করতেন এবং সাহাবাদেরকে উতসাহ দিতেন। সহীহ

বুখারীর রমাযান অধ্যায়ে ১৮০৩ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

“নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন, আর রমাযান মাসে তাঁর দানশীলতা বেড়ে যেত। ” এ হাদীসটি মিশকাত শরীফের ২০৯৮ নম্বরে বর্ণিত আছে, আল্লামা ত্বীবী (রহ) মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, নবীজি রমাযান মাসে দান-সাদকাহ খুব বেশি করতেন। কারণ, রমাযান মাস নেক আমলের মাস। আর আল্লাহ তায়ালা এ মাসে বান্দাদের প্রতি এত অধিক পরিমান রহমত নাযিল করেন যা অন্য কোন মাসে করেন না। তাই নবীজিও আল্লাহ তায়ালার এ বিধান অনুসরণের জন্য উম্মতের প্রতি সদয় হতেন ও দান সাদকাহ বেশি করে করতেন। ইমাম নববী

(রহ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, রমাযান মাসে অধিক পরিমান দান- সাদকাহ করা মুস্তাহাব।

সুধীবৃন্দ ! রমাযান মাসে দান-সাদাকার ফযীলত সম্পর্কে আমরা আরও একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ সুনানে তিরমিযীর ৬৬৩ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ

“নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রমাযানের পর কোন্ রোযা উত্তম ? তিনি বলেছিলেনঃ রমাযানের সম্মানার্থে শা’বানের রোযা বেশি উত্তম। নবীজিকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন সাদাকাহ বেশি উত্তম? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছিলেন রমাযান মাসের সাদাকাহ বেশি উত্তম।”

সাদাকাহ আবার দুই প্রকারঃ (১) ওয়াজিব সাদাকাহ। যেমন যাকাত, ফিতরা। (২) নফল সাদাকাহ। যারা নেসাব পরিমান অর্থের মালিক তাদের উপর যাকাত-ফিতরা ওয়াজিব হয়।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। কুরআন মজীদে বহু জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তখন হযরত আবূবকর (রযি) তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন।

যারা যাকাত দেয় না, তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ১৮০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

"আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যে সম্পদ দিয়েছেন, যারা তাতে কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বরং এটা হবে তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যে ধন-সম্পদে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলাই বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।"

আর সূরা তাওবার ৩৪,৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ اَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ ط هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

“যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, হে নবী আপনি তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এসব সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং জমা করার আস্বাদ গ্রহণ কর।”

যারা যাকাত আদায় করে না, হাদীসে তাদের ব্যাপারে যে বহু ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস শুনে রাখি। সহীহ বুখারীর ৪২৮৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله

"যাকে আল্লাহ তায়ালা মাল দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করে নি, তার সেই মালকে কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপের আকার দেওয়া হবে। যার চোখে দু'খানা কালো দাগ থাকবে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন সে সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সেই সাপ তার দুই চোয়ালে দংশন করবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার খাযানা।"

ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালার দান। যে ব্যক্তি এর হক আদায় করবে না, কুরআন ও হাদীস দ্বারা আমরা তার ভয়াবহ পরিনতির কথা জানতে পারলাম।

ঈমানদার ভাই সকল ! যাদের উপর যাকাত ওয়াজিব, আর যাদের মাল আছে, কিন্তু নেসাব পরিমাণ না হওয়ার কারণে যাকাত ওয়াজিব নয়, সকলকে জেনে রাখতে হবে যে, যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদে আরও হক রয়েছে। সুনানে তিরমিযীর ৬৫৯ নম্বর হাদীসে হযরত ফাতিমা বিনতে কাইস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ

إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদে (মালিকের উপর) আরও দায়িত্ব রয়েছে। " অর্থাৎ, অবস্থার পরিপেক্ষিতে কোন কোন সময় প্রয়োজনশীল ব্যক্তিকে সাহায্য করা জরুরী হয়ে যায়।

কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী যদি মুসলিম জাতি যাকাত ও দান সাদাকাহ করত,

তাহলে সমাজের অসহায় মানুষেরা কষ্টের জ়ীবন থেকে রেহাই পেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু লোক এমন আছে যারা যাকাত দেয় না। আর যারা যাকাত আদায় করেন, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন আছেন, যারা নফল দান-সাদাকাহ সেভাবে করেন না।

মনে রাখা দরকার, দান সাদাকাহ করলে সম্পদ কমে না। সহীহ মুসলিমের ২৫৮৮ নম্বর হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"দান করলে সম্পদ কমে না।"

দান- সাদকাহ করলে মালে বরকত হয়। বালা মুসীবত দূর হয়। সুনানে তিরমিযীর ৬৬৪ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

“দান আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি প্রশমিত করে এবং অশুভ মৃত্যু প্রতিরোধ করে।”

মনে রাখবেন, মাল-দৌলত আল্লাহ তায়ালার দান, তিনি কাউকে মাল-দৌলত দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কাউকে অভাব-অনটন দ্বারা পরীক্ষা করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ধনী বা আমীরকে পথের ভিকারী করতে পারেন। আর ভিখারীকে আমীর করতে পারেন।

এ সম্পর্কে আমরা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা জেনে রাখিঃ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টাক মাথা এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তায়ালা এই তিনজনকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে ছিলেন। ফেরেশতা প্রথম

কুষ্ঠরোগীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নিকট কোন বস্তু বেশি প্রিয় ? সে বলেছিল, উত্তম রং, উত্তম চামড়া।এবং আমার থেকে যেন এ রোগ নিরাময় হয়ে যায়, এ রোগের কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়েদেন, যার ফলে তার এ কুৎসিত রোগ ভাল হয়ে গিয়েছিল। ফেরেশতা আবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নিকট কোন সম্পদ প্রিয় ? লোকটি বলেছিল উট। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উট দিয়ে বলেছিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে এতে বরককত দান করুন। এরপর ফেরেশতা টাক মাথা ওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কাছে কোন বস্তু অধিক প্রিয় ? সে বলেছিল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ নিরাময় হয়ে যায়, এর কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত

বুলালে তার রোগ ভাল হয়ে যায় এবং তার মাথায় সুন্দর চুল এসে যায়। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নিকট কোন্ সম্পদ বেশি প্রিয় ? সে বলেছিল, গাভী। সুতরাং তাকে একটি গর্ববতী গাভী দিয়ে ফেরেশতা বলেছিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুক। অতঃপর সে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে তাক বলেছিলেনঃ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলেছিল, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখ। ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দেন, এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এরপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,কোন্ সম্পদ তোমার নিকট বেশি প্রিয়? সে বলেছিল, বকরী। ফেরেশতা তাকে একটা বকরী দিলেন। অতঃপর সেই উট, গরু এবং বকরী সবই বাচ্চা দেয়। ফলে এক মাঠ উট, এক মাঠ গরু এবং এক মাঠ বকরী হয়ে হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ফেরেশতা তার

প্রথম আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর কাছে গিয়ে বললঃ আমি একজন মিসকীন ও নিঃস্ব ব্যক্তি। সফরে আমার সমস্ত অবলম্বন শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ ও তোমার সাহায্য ছাড়া বাড়ি পৌছতে পারব না। সুতরাং, যে আল্লাহ তোমাকে উত্তম রং, সুন্দর চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন, তার নামে আমি তোমার কাছে একটি উট চাইছি, যেন আমি তাতে আরোহণ করে বাড়ি পৌছতে পারি। লোকটি তখন বলেছিল, দায়- দায়িত্ব অনেক বেশি। (অর্থাৎ, আমাকে বহু জায়গায় দিতে হয়, সুতরাং আমি তোমাকে উট দিতে পারব না।) তার এ কথা শুনে ফেরেশতা বলেছিলেনঃ তোমাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি নিঃস্ব, কুষ্ঠরোগী ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। বাহ্ ! এসব বাপ দাদার আমল থেকে ক্রমাগত ওয়ারিস হিসাবে আমি পেয়েছি। তখন ফেরেশতা

বলেছিলেনঃ যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা টাক মাথা ব্যক্তির নিকট গিয়ে ওই রকম কথা বলেছিলেন, যা কুষ্ঠরোগীর কাছে বলেছিলেন এবং তার কাছে একটি গরু চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই লোকটিও প্রথম লোকটির মত উত্তর দিয়েছিল। তখন ফেরেশতা বলেছিলেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তায়ালা যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বলেছিল, আমি একজন নিঃস্ব, মুসাফির ব্যক্তি। আমার সফরের সমস্ত আসবাব-পত্র শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এবং তোমার সাহায্য ছাড়া আজ বাড়ি পৌছতে পারব না। যে আল্লাহ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার নামে আমি তোমার কাছে একটি বকরী চাইছি। যেন আমি সফর শেষে বাড়ি পৌছতে পারি। এ কথা

শুনে লোকটি বলেছিল, হ্যাঁ, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ইচ্ছা মত আপনি বকরী নিয়ে যান এবং যা মন চায় রেখে যান। আল্লাহর কসম! আজ আল্লাহর নামে আপনি যা নেবেন এ ব্যাপারে আমি আপনাকে বাধা দেব না। ফেরেশতা তখন বলেছিলেনঃ তুমি তোমার সম্পদ রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা হল। আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দুই সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর ৩৪৬৪ নম্বরে এবং সহীহ মুসলিমের ২৯৬৪ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণনা করেছেন। যারা দান-সাদাকাহ করতে কৃপণতা করে বা একাধিক প্রয়োজনশীল ব্যক্তি তাদের দারস্ত হলে এই বলে ফিরিয়ে দেয় যে, কত জায়গায় দেব, তারা

আল্লাহর কাছে কত অপ্রিয় এ হাদীস দ্বারা তা সহজে অনুমান করা যায়।

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদেরকে বেশি করে দান-সাদাকাহ করার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।